ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাহ্নূর রহমান

২০ মার্চ ২০১৪
হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই খাদ্যে ভেজালের বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়
    - শাকসব্জী, মাছ-মাংস, ফলমূলসহ নিত্যদিনের খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের প্রয়োগ
    - ২০১২ সালে দিনাজপুরে ক্ষতিকারক রাসায়নিকযুক্ত লিচু খেয়ে ১৪টি শিশুর মৃত্যু
- জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের পরীক্ষাগারে (২০১০-২০১৩) ঢাকাসহ সারাদেশ থেকে মোট ২১,৮৬০টি খাদ্যের নমুনা পরীক্ষায় শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্যে ভেজাল পাওয়া যায়
- বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় (বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ২০১০)
- জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের মত একটি মৌলিক উপাদানে ক্রমাগত ভেজাল জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে না পারলে জনগণের খাদ্য অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা যায় না
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগ
    - নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন ও ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন
    - এফবিসিসিআই ও কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন জেলার মোট ১৮টি কাঁচাবাজারকে ফরমালিনমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ
    - জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ ও জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে একটি স্বতন্ত্র খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন
    - মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা
- তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ভেজাল খাদ্যের ব্যাপকতা অব্যাহত
- খাদ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে গবেষণা হলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সুশাসনগত সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করা ও প্রয়োগে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা

- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

- এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান আইনি কাঠামো, প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাগার ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সেবার ঘাটতি ও দুর্নীতি)
- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্ম পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় ৬টি (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ, মোবাইল কোর্ট) প্রতিষ্ঠান ও ৪টি পরীক্ষাগারকে (পিএইচএল, পিএইচএফএল, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়
- এই গবেষণা কার্যক্রমটি ফেব্রুয়ারি ২০১৩ - মার্চ ২০১৪ সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ-নির্ভর। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি :

- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- দলগত আলোচনা
- পর্যবেক্ষণ

তথ্যদাতার ধরন

সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও বিভাগগুলোর মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ, কাস্টমস কমিশনার, বন্দর প্রতিনিধি, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, মৎস্য কর্মকর্তা, ফিল্ড অফিসার, এফবিসিসিআই প্রতিনিধি, ক্যাব প্রতিনিধি, আমদানিকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট, ব্যবসায়ী, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মী, খাদ্য ও পুষ্টি গবেষক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

পরোক্ষ উৎস: বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও নথি পর্যালোচনা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনি কাঠামো

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তিনটি মৌলিক আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে -

- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫)
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

উল্লেখ্য, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ রহিত করা হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা আইনটি বলবৎ করার বিধান থাকলেও তা এখনো করা হয়নি। ফলে বর্তমানে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫) বহাল রয়েছে। তাই এ গবেষণায় উল্লিখিত দুটি আইনই আলোচনা করা হয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

আইন	সীমাবদ্ধতা	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ [৪১(ক)ধারা] ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (৬০ ধারা)	▪ ভোক্তার সরাসরি মামলা করার বিধান না থাকা	▪ ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা ▪ ভোক্তা কর্তৃক অভিযোগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলা
নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৬৬(৩) ধারা]	▪ ভোক্তার সরাসরি মামলা করার ক্ষেত্রে ৩০দিনের বাধ্যবাধকতা থাকা	▪ মামলা করার জন্য সীমিত সময়সীমা
বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ [৪১(১) ধারা]		▪ দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠনে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন না করা ▪ ঢাকা মহানগর এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন না হওয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

আইন	সীমাবদ্ধতা	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৬৪ (১) ধারা]	▪ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য আদালত গঠনের উল্লেখ থাকলেও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত গঠনের বিধান রাখা হয়েছে	▪ এ আইন বলবৎ হলে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২৮ ধারা)	▪ বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতা না থাকা	▪ সহায়তা প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন ▪ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সম্মুখীন হওয়া
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ [৬২ (৩) ধারা] নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৭৩ (৩) ধারা]	▪ আইনে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার বহনের বিধান রাখা	▪ নমুনা পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ ও জটিল হওয়ার কারণে ভোক্তা কর্তৃক অভিযোগ দায়েরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব

- বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে শাস্তির পরিমাণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, অপরাধ সংগঠনকারীদের সক্ষমতা এবং খাদ্যে ভেজালের ভয়াবহতা বিবেচনায় কম হওয়া
- উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে কঠোরতম শাস্তির বিধান রয়েছে ; উদাহরণস্বরূপ- ভারতে যাবজ্জীবন, পাকিস্তানে ২৫ বছর কারাদণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে সশ্রম কারাদণ্ড
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান না রাখা

আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা

- বিবাদি (বড় কোম্পানি) কর্তৃক উচ্চ আদালতে পাল্টা মামলার কারণে নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার স্থগিতাদেশ দীর্ঘমেয়াদে বহাল থাকা
- ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চ আদালতের রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শনসহ নমুনা সংগ্রহের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখা এবং এ সুযোগে নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট অংশীজন

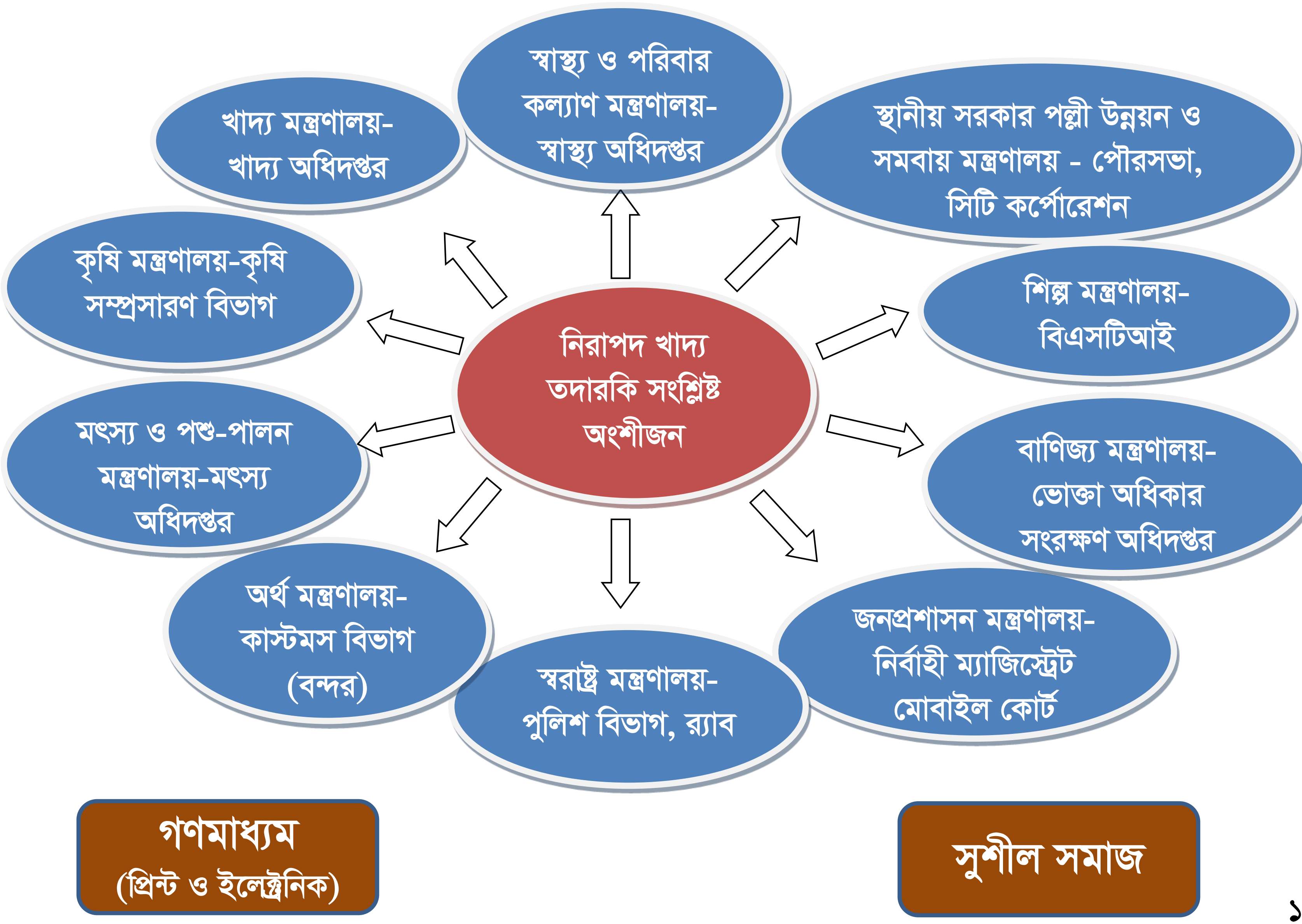

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও দায়-দায়িত্ব

দায়-দায়িত্ব	অংশীজন
খাদ্য পরিদর্শন ও তদারকি	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, বিএসটিআই, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ
প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করা	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত মামলা রুজু	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, বিএসটিআই
আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের পরিবীক্ষণ	কাস্টমস হাউজ
খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষা করা	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ
মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	জেলা/উপজেলা প্রশাসন- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ/র‍্যাব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, বিএসটিআই, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
গবেষণা, পরিবীক্ষণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি	সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

জনবলের সমস্যা

প্রতিষ্ঠান	কাজের আওতা	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি কর্পোরেশন	৩৭০	৭৮ জন
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৪টি জেলা ও ৪৮৭টি উপজেলা	৫৬৬	৫৬৬ জন
ফিল্ড অফিসার-বিএসটিআই	সকল জেলা ও বিভাগীয় শহর	৬৮	৩৮ জন

- কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় জনবলের স্বল্পতা
- শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে সুনির্দিষ্ট বা পৃথক পদ না থাকা
- স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিরাপদ খাদ্যের তদারকিমূলক কাজ ছাড়াও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইপিআই, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ বিভিন্ন কাজে প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি সময় ব্যয় হয়
- নিরাপদ খাদ্যের তদারকির কাজটি গৌণ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়
- বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা (প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা, খাদ্যের বাজার) অপরিদর্শিত থাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি ও পদোন্নতিতে সমস্যা

- উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা (তৃতীয় শ্রেণী) পদোন্নতির মাধ্যমে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে উন্নীত হলেও তাদের শুধুমাত্র বেতন স্কেলে পরিবর্তন হয় কিন্তু পদমর্যাদায় তৃতীয় শ্রেণীতেই থাকা
- পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণীর হওয়ার কারণে নিজ দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক, বাজার পরিদর্শনে খাদ্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার কর্তৃক এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য প্রসিকিউটিং এজেন্সির কর্মকর্তা কর্তৃক অবমূল্যায়িত হওয়া

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা কাঠামোয় দ্বৈততা ও ঘাটতি

- জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে উপজেলা পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হলেও তার কাছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা
- জবাবদিহি ব্যবস্থার দ্বৈততার ফলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে দায়-দায়িত্ব পালনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত না করে পরিদর্শকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা
- উভয় পদ তৃতীয় শ্রেণীর হওয়ায় কার্যকরভাবে জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব

- স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের খাদ্যের প্রাথমিক মান পরীক্ষার বিভিন্ন কিটস যেমন: স্যাম্পলিং স্পুন, সারফেস থার্মোমিটার, পিএইচ মিটার, ফরমালিন টেস্টিং যন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ না থাকা
- স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও বিএসটিআই এর ফিল্ড অফিসারদের বাজার মনিটরিং করার জন্য দাপ্তরিকভাবে যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকা

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা

- স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের ফুড হ্যান্ডলিং প্রাকটিস, ইন্ডাসট্রিয়াল হাইজিন, কমিউনিকেবল ডিজিজ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ না থাকা এবং এরফলে মাঠ তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে না পারা
- প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পদ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা না করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (চলমান)

পরিদর্শন গাইডলাইন ও ম্যানুয়াল এর অভাব

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও পরিদর্শন ম্যানুয়াল না থাকায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা
- খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ বা কাঠামোবদ্ধ নমুনায়ন পদ্ধতি না থাকায় ইচ্ছামাফিক নমুনা সংগ্রহ
- স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্বল প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথিব্যবস্থা এবং কোনো একক পদ্ধতি অনুসরণ না করায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা তৈরি হওয়া

খাদ্যের নমুনা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনের সমস্যা

- নমুনার রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট স্থান ও ব্যবস্থাপনার অভাব
- নমুনার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, মোড়কজাতকরণ ও দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থার কারণে মাঠ পর্যায়ের প্রেরিত নমুনার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বাতিল হওয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি

- খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোনো অর্থ বরাদ্দ না থাকা
- ইউএইচএফপিও'র মাসিক কন্টিনজেন্সি ফান্ড (মোট ২,০০০ টাকা) হতে স্বল্প পরিমাণে (১৫০-২০০ টাকা) বরাদ্দ দেওয়া ও অনিয়মিতভাবে প্রদান করা

নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী না থাকা

- বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতায় কিছু পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী থাকলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী না থাকায় -
    - স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিজেকেই কোর্টে মামলা ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে হয়
    - তাদের মামলা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকায় বিবাদী পক্ষের পেশাদার আইনজীবীদের সাথে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে সফল হতে না পারা

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আইনী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

- খাদ্যে ভেজালকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা কোনো আইনি ব্যবস্থা নিতে গেলে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের সংগঠন ভয়-ভীতি, হয়রানি এবং ঘুষের মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত করে

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশের অভাব ও নিরাপত্তার ঝুঁকি

- চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ সদস্য না পাওয়ায় মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এবং মোবাইল কোর্টের সদস্যদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়

অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও যোগাযোগের অভাব

- বাজার পরিবীক্ষণ এবং তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে একে অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতার কারণে প্রকৃত অর্থে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম ব্যাহত হয়

- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও প্রসিকিউটিং এজেন্সির মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের ঘাটতি

খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে তদারকির গুরুত্ব কম হওয়া

- খাদ্য তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বেশিরভাগেরই তদারকি কার্যক্রম বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত পর্যায়ে খাদ্য ও খাবারের নমুনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা
- খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তদারকিমূলক কার্যক্রম অনুপস্থিতি

নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম শহর বা মহানগরকেন্দ্রিক হওয়া

- স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য অংশীজনের (বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ) তদারকি কার্যক্রম বেশিরভাগই মহানগরকেন্দ্রিক হওয়া
- উপজেলা/গ্রাম পর্যায়ে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম দৃশ্যমান না হওয়া
- বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন (ক্যাব, পবা, বাপা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও লজিস্টিকস সাপোর্টের ঘাটতি রয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা

প্রক্রিয়া	অনিয়ম ও সমস্যার ধরন
আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের স্পেশাল অ্যাপ্রেইজমেন্ট	○ জাহাজ বহির্নোঙর থাকা অবস্থায় স্পেশাল অ্যাপ্রেইজমেন্ট না করা ○ অ্যাপ্রেইজমেন্টকালীন জেটিতে সকল প্রতিনিধির উপস্থিতি না থাকা ○ আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা ○ নমুনা সংগ্রহে আদর্শ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ না করা
খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা	○ আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক পরীক্ষাগারে নমুনা প্রেরণ ○ বন্দরগুলোর নিজস্ব পরীক্ষাগার সচল না থাকা বা সক্ষমতার অভাব ○ আইপিও অনুযায়ী নমুনা পরিবহণের ব্যবস্থা না থাকা ○ আইপিও’তে ফরমালিন পরীক্ষার উল্লেখ না থাকা
কাস্টমস হাউজে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল প্রেরণ	○ আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল ○ নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট সংগ্রহে অনিয়ম ও দুর্নীতি
ইতিবাচক → খাদ্যপণ্য খালাসের অনুমোদন	
নেতিবাচক → খাদ্যপণ্য হস্তান্তর বা পুনঃজাহাজীকরণ	○ খাদ্যপণ্য হস্তান্তর বা পুনঃজাহাজীকরণের ব্যবস্থা না করা

পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

- বিএসটিআই'র কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার ব্যতীত প্রতিটি পরীক্ষাগারেই (পিএইচএল, পিএইচএফএল, কাস্টমস হাউজ ল্যাবরেটরি) পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব
- প্রতিটি পরীক্ষাগারেই কাজের চাপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- পরীক্ষাগারে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের দক্ষতার অভাব
- বিএসটিআই ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষাগারগুলোর টেকনিক্যাল পদগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা
- পরীক্ষাগারগুলোতে প্রযুক্তিলব্ধ তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় বা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা
- বিএসটিআই ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষাগারে পরিক্ষিত দ্রব্যাদির আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি
- বন্দরগুলোতে পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি ও পরীক্ষাগার সচল না থাকা

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

- মাঠ পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা খাদ্যপ্রস্তুতকারী (যেমন- রেঁস্তোরা, বেকারি) ও ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতা পরিদর্শনে ঘুষ গ্রহণ
- মাসিক ভিত্তিতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক বড় দোকানদার, রেঁস্তোরা ও বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতামূলক দুর্নীতি
- স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা আইনের ভয় দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ না করে নমুনা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত নমুনা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যবহার
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কিছু সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রমে নিজ উদ্যোগে সোর্স নিয়োগ

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

- সোর্সদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের খরচও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়
- বিএসটিআই'র ফিল্ড অফিসার কর্তৃক খাদ্য কারখানা পরিদর্শনে ঘুষের বিনিময়ে শিথিলতা প্রদর্শন
- নমুনা পরীক্ষায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ও নমুনা পরীক্ষা না করে ঘুষ ও উপঢৌকনের বিনিময়ে সনদ প্রদান
- আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় ঘুষের বিনিময়ে পরীক্ষাগার হতে সনদ গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ধরন	প্রতিষ্ঠান	ঘুষের ক্ষেত্র	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ক্ষুদ্র খাদ্যপ্রস্তুতকারী ও খুচরা বিক্রেতা পরিদর্শন	২০০-৪০০*
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	মাসিক ভিত্তিতে রেঁস্তোরা, বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতা	৫০০-১০০০*
ফিল্ড অফিসার	বিএসটিআই	ছোট বা মাঝারী খাদ্য কারখানা পরিদর্শন	৫০০০-১০০০০*
ফিল্ড অফিসার	বিএসটিআই	বড় খাদ্য কারখানা পরিদর্শন	পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি
কর্মকর্তা-কর্মচারী	কাস্টমস হাউজ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার	আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা	১০০০-১৫০০
কর্মকর্তা-কর্মচারী	কাস্টমস হাউজ	কাস্টমস হাউজ নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল	৫০০-৮০০

(সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে)

* উপজেলা/জেলা/মহানগর পর্যায়ে একটি খাদ্য ব্যবসা/দোকান/কারখানা পরিদর্শন করতে জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা দোকানপ্রতি উপরোক্ত হারে ঘুষ গ্রহণ করেন। সুতরাং তাদের আওতাধীন সকল খাদ্য স্থাপনা থেকে এক মাসে আদায়কৃত মোট ঘুষের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

- বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকর প্রয়োগের অভাব
- খাদ্য তদারকিতে সমন্বিত একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি
- তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব
- তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ঘাটতি
- পরীক্ষাগারগুলোর সীমাবদ্ধতা ও সক্ষমতার অভাব

ফলাফল

- ভেজালকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া
- ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে দীর্ঘসূত্রতা
- দায়িত্ব পালনে অবহেলা
- খাদ্যপণ্যের তদারকি ও পরিবীক্ষণে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি
- মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা
- খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষা ছাড়াই সার্টিফিকেট প্রদান ও সমঝোতামূলক দুর্নীতির সৃষ্টি
- খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগসমূহ টেকসই না হওয়া
- অনিরাপদ খাদ্য অবাধে ক্রয়-বিক্রয়

প্রভাব

- জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (অসুস্থতা, মৃত্যু, চিকিৎসাজনিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি)
- খাদ্যে ভেজাল করার প্রবণতা বেড়ে চলছে

সুপারিশ

আইনি কাঠামো সংক্রান্ত

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ নিম্নোক্ত সংশোধনী এনে তা দ্রুত বলবৎ করতে হবে।

- প্রতিটি জেলা ও মহানগরে এক বা একাধিক খাদ্য আদালত গঠন
- ভোক্তা কর্তৃক মামলা করার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন করা
- ভোক্তা কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার রহিত করে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে বহনের বিধান করা
- সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা

২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে

- ভোক্তার সরাসরি মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা
- বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্টেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতা রাখা

৩. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বা সংশোধনী আনতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যেমন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

৪. খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ ও যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কিত

৫. নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক তদারকির জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী অতিসত্ত্বর 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে

৬. পরিদর্শকদের কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দিতে হবে এবং বিদ্যমান ফাঁকা পদগুলো অতিসত্ত্বর পূরণ করতে হবে

৭. স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের পদটি কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে

৮. খাদ্যে ভেজালরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে

৯. খাদ্য তদারকি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশ

প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কিত

১০. স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শণ কাজে গতি আনতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে

১১. স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাঠ পর্যায়ে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে অভিন্ন পরিদর্শন ম্যানুয়ালসহ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে

১২. জেলাপর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রমকে বেগবান করতে হবে এবং আইনে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে

১৩. মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে কর্মরত পরিদর্শকদের (স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ফিল্ড অফিসার) জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে

১৪. মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অন্যান্য অংশীজনের (যেমন - সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি, সাংবাদিক) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশ

পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

১৫. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। 'ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি' ও বেনাপোল স্থলবন্দরের পরীক্ষাগারটিতে জনবল নিয়োগ দিয়ে দ্রুত চালু করতে হবে

১৬. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ